Prime Minister addresses 17th ASEAN India Summit

November 12, 2020

17তম আসিয়ান ভারত সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য

12 নভেম্বর, 2020

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী তথা আসিয়ানের বর্তমান চেয়ারম্যান মহামান্য উয়ান চুয়ান ফুক-এর আমন্ত্রণে ১৭তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। ভার্চুয়াল ভাবে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনটিতে আসিয়ানের দশটি সদস্য রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে।

শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময়, প্রধানমন্ত্রী ভারতের আইন পূর্ব নীতিতে আসিয়ানের কেন্দ্রিকতার কথা জোর দিয়ে বলেন। তিনি বলেন যে একটি সম্মিলিত, প্রতিক্রিয়াশীল এবং সমৃদ্ধ আসিয়ান ভারতের ইন্দো-প্যাসিফিক ভিশনের মূল কেন্দ্র এবং অঞ্চলটি (এসএজিএআর) সকলের জন্য সুরক্ষা ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে। প্রধানমন্ত্রী, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় উদ্যোগ আর আসিয়ান আউটলুকের মধ্যে সমন্বয়কে আরো মজবুত করে তোলার গুরুত্বের কথা জোর দিয়ে বলেন যাতে, একটা স্বাধীন, উন্মুক্ত, অন্তর্ভূক্তিমূলক আর নিয়ম-ভিত্তিক ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সুরক্ষিত করা যায়। তিনি ভারতের ইন্দো-প্যাসিফিক মহাসাগর উদ্যোগের (আইপিওআই) বিভিন্ন স্তম্ভে সহযোগিতা করার জন্য আসিয়ান দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

কোভিড-19-এ প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ভারতের প্রতিক্রিয়া এবং ব্যাপক সমর্থন কথা তুলে ধরে এবং মহামারী বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আসিয়ানের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কোভিড-19 আসিয়ান রেসপন্স ফান্ডে 10 লক্ষ মার্কিন ডলার অবদানের ঘোষণা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী আসিয়ান ও ভারতের মধ্যে বৃহত্তর ভৌগলিক ও ডিজিটাল সংযোগকেও গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আসিয়ান কানেক্টিভিটিকে সমর্থন করার জন্য ভারতের 1 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রেডিট লাইনের প্রস্তাবের বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছেন। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বিষয়ে, তিনি কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য সরবারহ শৃঙ্খলের বৈচিত্র্য এবং নমনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

আসিয়ান নেতারা এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বাড়াতে ভারতের অবদানকে স্বীকার করেছেন এবং আসিয়ান কেন্দ্রিকতার জন্য ভারতের সমর্থনকে স্বাগত জানিয়েছেন। নেতারা 2021-2025-এর জন্য নতুন আসিয়ান-ভারত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছেন।

দক্ষিণ চীন সাগর এবং সন্ত্রাসবাদ সহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সাধারণ আগ্রহ ও উদ্বেগের বিষয়গুলিও আলোচনা করা হয়েছিল। উভয় পক্ষই আন্তর্জাতিক আইন বিশেষত ইউএনসিএলওএস-কে মেনে চলার পাশাপাশি এই অঞ্চলে একটি নিয়ম-ভিত্তিক পদ্ধতি প্রচারের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিল। সমস্ত নেতৃবৃন্দ দক্ষিণ চীন সাগরে শান্তি, স্থিতিশীলতা, সুরক্ষা বজায় রাখার এবং নেভিগেশন এবং ওভারফ্লাইটের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের গুরুত্বের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন।

নিউ দিল্লি
12 নভেম্বর, 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.